বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

দুলালকৃষ্ণ দাস

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। লেখকের নিবেদন ।।

বীরেন্দ্রনাথ ধনীর ছেলে হলেও ধনীর দুলাল হননি কখনও। রুপোর চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে চামচ নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাননি তিনি। তা উৎসর্গ করেছিলেন মানুষের কল্যাণে। আজকের স্বাধীনতা অসংখ্য মানুষের অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফসল। সেই স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উত্তোলন যাঁরা দেখে যেতে পারেননি, অথচ যাঁরা জীবন দিয়ে সেই বিজয় পতাকার বেদি রচনা করেছিলেন, কিন্তু যাঁদের স্মরণে রাখতে আমরা খুব একটা সচেষ্টহইনি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন তাঁদেরই একজন।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তাকে রক্ষা করা কঠিন। আর তাকে আমজনতার কার্ছে অর্থবহ করে তোলা আরও কঠিন। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে পারলে হয়তো তা সম্ভব হত। তাঁর বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক দর্শন আজকের দিশাহীন রাষ্ট্রনায়কদের নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। সামগ্রিক বিচারে তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক এবং নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ। এ কথা বলা যেতেই পারে যে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের জীবনচরিত কোষ্ঠী পাথরে বিচার করলে দেশপ্রাণের কাছে সবাইকেই ম্লান বলে মনে হবে।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিশীল রাজনীতির এক নতুন পথের দিশারী। তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রচার, প্রসার বা প্রয়োগের সুযোগ আসেনি কখনও। তাহলে হয়ত নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমাদের কাঙ্খিত সমাজের সন্ধান পেতাম। বীরেন্দ্রনাথের আত্মত্যাগী জীবনাদর্শ নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারলে তারা তাদের চলার পথে

দিকনির্দেশ খুঁজে পেতে পারে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমার এই প্রচেষ্টা। প্রবীণ প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীশঙ্করী ভূষণ নায়ক মহাশয়ের উৎসাহেই আমার এই উদ্যোগ। এ কাজে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী প্রবীর জানা। এ কাজে মূল্যবান তথ্য এবং উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রবীণ ঐতিহাসিক গবেষক শ্রদ্ধেয় ড. স্বদেশ রঞ্জন মণ্ডল। অকৃত্রিম বন্ধুর মতো সাহায্য করেছেন বিশিষ্টসাহিত্যিক 'স্রোতের তৃণ'-এর নবরূপকার শ্রী তপনকুমার ঘোষ। সর্বক্ষণের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে।

দুলালকৃষ্ণ দাস

সূচিপত্র

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের আবির্ভাবকালের প্রেক্ষিতে পরিবেশ	১১
জন্ম ও বংশ পরিচয়	১৩
বাল্যশিক্ষা	১৪
উচ্চশিক্ষা ও রাজনীতি	১৬
রাজনৈতিক জীবন ও কর্মজীবন	২৩
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন	২৫
স্বায়ত্বশাসন বিরোধী আন্দোলন	২৮
আইন ব্যাবসা পরিত্যাগ	৩৩
ইংল্যান্ডের যুবরাজবিরোধী আন্দোলন	৩৪
জেলখানায় আটমাস	৩৫
স্বরাজ্যদল গঠন	৪৬
তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডার	৪৮
জেলাবোর্ড	৫০
বেঙ্গল প্যাক্ট	৫৬
কলকাতা কর্পোরেশন, সিইও এবং মাহিষ্য সমাজের ইতিবৃত্ত	৫৭

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও মাহিষ্য সমাজ	৬৬
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর মৃত্যু ও কৃষ্ণনগর সম্মেলন	৬৮
প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন	৭২
সাজানো মামলা	৭৬
জেলাবিভাজনবিরোধী আন্দোলন	৭৮
সমাজ সংস্কারক বীরেন্দ্রনাথ	৮৩
সাহিত্যিক বীরেন্দ্রনাথ	৮৫
বন্যাত্রাণ	৮৭
বিপ্লবীদের আইনি সহায়তা	৮৭
ওবিসি	৮৮
কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচন	৯১
জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ এবং মৃত্যুবরণ	৯৩
সালতামামি	৯৪
তথ্যপঞ্জি	৯৬

।। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের আবির্ভাবকালের প্রেক্ষিতে পরিবেশ ।।

অবিভক্ত মেদিনীপুরই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা, তথাকথিত রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরেই এই জেলাটি শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বরাবরই প্রাগসর, এটি ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু বর্তমানের যান্ত্রিক হয়ে ওঠা অতিব্যস্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মধ্যে এখানকার গৌরবময় ইতিহাস চর্চার বাস্তব অনীহা প্রকট হয়ে উঠেছে। আশার কথা মানুষ সাধারণের মধ্যে ইতিহাস সচেতনতার পুনরুত্থান শুরু হয়ে বেশ ঘটা করে। আজকের মানুষ জানতে চায় নিজের দেশের সামগ্রিক অতীত জনজাতির কথা, জানতে চায় তাদের স্বাধীন চেতনা সঞ্জাত সংগ্রামের কথা। এই মাটিতেই জন্মে, এখানের প্রকৃতিতে মানুষ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন যাঁরা সেই ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

মেদিনীপুর জেলায় জাতিভেদ প্রথার তেমন কোনো কু-প্রভাব চোখে পড়ে না। এখানে স্বাধীনতাপূর্ব নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত কোনো বিরোধ সৃষ্টি হতে দিতেন না। এখানকার নারী সমাজও ছিল যথেষ্ট উন্নত ও স্বাধীনচেতা। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ড. সুশীল কুমার ধাড়া, আভা মাইতি, গান্ধিবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ড. অশ্রুকুমার সিন্‌হা, রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় প্রভৃতি। আরও অসংখ্য মেদিনীপুরের সুসন্তানের কথা এই অল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

ভারতবর্ষের ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে কোনোরকম

ভাবেই তারা সুশাসকের পরিচয় দেয়নি। কোম্পানির এই স্বেচ্ছাচারিতা দেখে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। ফলে কিছুটা হলেও আইনের শাসন প্রচলিত হয়। কিন্তু ফলস্বরূপ ভারতের জনসাধারণ তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার হারায়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন হয় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এরফলে সাধারণ চাষিরা জমির অধিকার হারায়। এক একজন জমিদার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূস্বামী হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই বিস্তীর্ণ জমি সাধারণ চাষিদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করেন জমিদার। ফলে প্রকৃত চাষিরা ভূমিহীন হয়ে পড়ে।

বংশ তালিকা

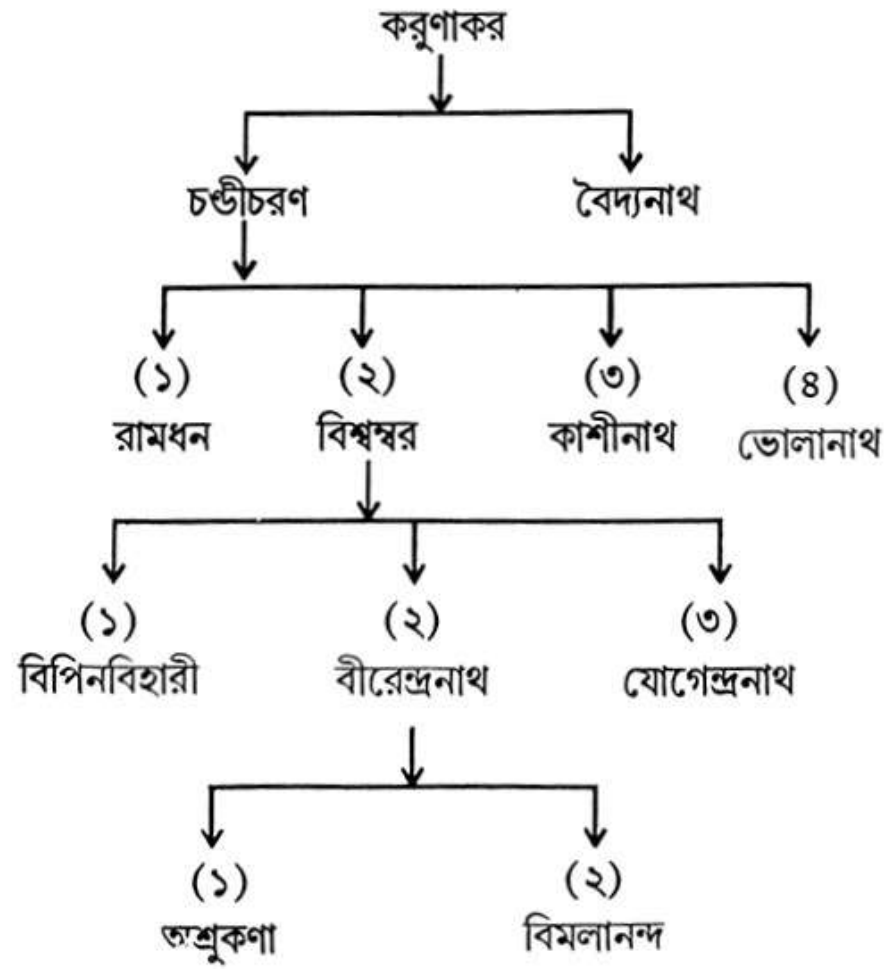

।। জন্ম ও বংশ পরিচয় ।।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর শনিবার (বাংলা-৯ কার্তিক' ১২৮৮) অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীভেটি গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম বিশ্বম্বর শাসমল। মা ছিলেন আনন্দময়ী দেবী। তাঁরা তিন ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। দাদা ছিলেন বিপিন বিহারী এবং ছোটো ভাই যোগেন্দ্রনাথ। তিনি শুভক্ষণে শুভলক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর জ্যাঠামশায় প্রখ্যাত উকিল তাঁকে দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "এই শিশু ভবিষ্যতে একজন বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা পুরুষ হবে"। তাঁর সে বাণী মিথ্যা হয়নি। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ যথাযথভাবেই ঘটেছে।

এই জেলার অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে শাসমল পরিবার অন্যতম। আর সেই পরিবারের কৃতি সন্তান ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন করুণাকার শাসমল। তিনি পার্শ্ববর্তী জুনপুটের নিকটস্থ বাঁকীপুট গ্রাম থেকে এসে কাঁথি মহাকুমার কাঁথি-২ থানার (বর্তমানে দেশপ্রাণ ব্লকের) চণ্ডীভেটি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি কলকাতার মেটিয়াব্রুজে জাহাজ মেরামতির কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুযোগে জমিদারিও লাভ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক জনহিতকার কাজে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। বৃন্দাবনে তিনি একটি দেবমন্দির ও পান্থশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। করুণাকরের দুই ছেলে ছিল — চণ্ডীচরণ ও বৈদ্যনাথ। চণ্ডীচরণের চার ছেলে- যথাক্রমে রামধন, বিশ্বম্বর, কাশীনাথ ও ভোলানাথ। বৈদ্যনাথেরও চার ছেলে ছিল।

।। বাল্যশিক্ষা ।।

একটু বেশি বয়সে বীরেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। গ্রামের পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাঁথি হাই স্কুলে ভরতি হন। কাঁথিতে তাঁদের নিজস্ব বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে থেকেই তিনি পড়াশুনা করতেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আচার্য তারক গোপাল ঘোষ। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। সহশিক্ষক ছিলেন শশীভূষণ চক্রবর্তী। তাঁরা দুজনেই দেশপ্রেমিক এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তারা ছাত্রদেরকেও আদর্শ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের স্বদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন।

এই শিক্ষকদ্বয়ের জীবনদর্শন বীরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের কাছ থেকেই দেশের কাজে নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর পারিবারিক পরিবেশও তাঁর কর্মধারার সহায়ক ছিল। তাঁর কথাবার্তায় কিছুটা জড়তা বা তোতলামিভাব থাকলেও তা তাঁর লেখাপড়া বা কর্মজীবনে কেনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি।

তাঁর জ্যাঠামশাই রামধন কাঁথি আদালতের স্বনামধন্য উকিল এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কাঁথির ইংরেজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অনেক অবদান ছিল। নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবিভক্ত মেদিনীপুরে সেটাই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। রামধনের পুত্র রমেশচন্দ্রও কাঁথির নামকরা উকিল ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনে যথেষ্ট মেধাশক্তির পরিচয় রেখেছিলেন। তারও ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মায়ের অনুমতি না মেলায় তার বিলেত যাওয়া হয়নি। ব্যারিস্টারি পড়ারও সুযোগ পাননি।

ছোটোবেলা থেকেই বীরেন্দ্রনাথ প্রাণচঞ্চল, আবেগপ্রবণ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ধনীর ছেলে হলেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ব্যবহারে কখনও তার প্রভাব পড়েনি। তাঁর কোনো কাজকর্মের কখনও আত্মাভিমানী অহংকার প্রকাশ পায়নি। বন্ধুনির্বাচনেও জাতিভেদ প্রথা তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সবার সঙ্গেই তিনি সমানভাবে মিশতেন। হাতখরচের বাড়তিপয়সা নিজের বিলাসিতায় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতেন না। প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ বা বই-পুস্তক দিয়ে গরিব বন্ধুদের সাহায্য করতেন।

একসময় কিছু কিছু অপরিণামদর্শী সমাজপতির অদূরদর্শী কার্যকারণের ফলে হিন্দুসমাজে এক চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ, চিরবৈধব্য ইত্যাদি সামাজিক কুসংস্কার এবং জাতপাতের বিড়ম্বনায় হিন্দুদের সামাজিক বন্ধন একেবারেই শিথিল হয়ে পড়েছিল। যার ফলে মুসলিম শাসনামলে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে ব্যাপক ধর্মান্তকরণ ঘটতে থাকে। হিন্দুধর্মের সেই সংকটকালে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সর্বধর্মের সারাংশ নিয়ে নিরাকার একেশ্বরবাদ-'ব্রাহ্মধর্ম' প্রচারে ব্রতী হন। তাতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলায় ব্যাপক সাড়া মেলে।

মেদিনীপুরের এই শাসমল পরিবারেও ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। বীরেন্দ্রনাথের পরিবারের কেউ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও তাঁদেরই বংশধর গজেন্দ্রনাথ শাসমল এবং ঈশ্বরচন্দ্র শাসমল ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রতিবছরই বাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হত। বীরেন্দ্রনাথও জাতিভেদসহ যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের কাঁথির বাড়িতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেরা থেকে পড়াশুনা করতেন। সেখানে তাদের মধ্যে কোনো জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল না। সবাইকেই সমপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতে হত। ১৮৯৭ সালে তাঁর পিতা বিশ্বম্বরের মৃত্যু হয়।